শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমান উদ্ধবকে বলিয়াছেন—সত্য ও দয়াযুক্ত ধর্ম্ম, তপস্যাযুক্ত বিদ্যা প্রভৃতি আমার ভক্তিবিমুখচিত্তকে সম্যক্ শোধন করিতে পারে না। এ বিষয়ে সংশয় করিবার কিছুই নাই। এইরূপ উক্তি থাকতে ভক্তিহীন জ্ঞানীর চিত্ত ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগে বিতৃষ্ণ হওয়া অসম্ভব। কিন্তু এমত অবস্থাতেও জীব ও ঈশ্বরের অভেদ ভাবনা করিতে করিতে স্থূল সূক্ষ্ম দেহ হইতে নিজেকে অতিরিক্তরূপে মনে করেন। তাহার পর— "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্"। হে অর্জ্জুন! যাহাদের চিত্ত নির্বিবশেষ ব্রহ্মস্বরূপে আসক্ত, তাহাদের অধিকতর ক্লেশ পাইতে হয়। শ্রীভগবদগীতায় এইরূপ উল্লেখ থাকাতে সেই জ্ঞানীগণ বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া জীবন্মুক্তির দশা লাভ করিয়াও সেস্থান হইতে অধঃপতিত অর্থাৎ ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। কখন ভ্রষ্ট হইয়া থাকে, এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন— যখন সেই জ্ঞানীগণ তোমার ও তোমার ভক্তগণের অনাদরবুদ্ধি করিয়া থাকে। যেহেতু তোমাতে অনাদরকারী সেই জ্ঞানীগণের সম্বন্ধে ভক্তিপ্রভাবের আবির্ভাব হয় না। অবুদ্ধিপূর্ব্বক তোমাকে অনাদর করিলে দেহদ্বয়ে আসক্তি নিবৃত্তি অসম্ভব। যদ্যপি সেই জ্ঞানীগণের পাপকর্ম্মসকল দগ্ধ হইয়া পড়ে, তথাপি মহাশক্তিযুক্ত শ্রীভগবানের পাদপদ্মযুগলের অবজ্ঞাদোষে, পুনর্ব্বার ভোগবাসনার উদগম্ হইয়া থাকে। এই বিষয়ে বাসনা-ভাষ্যে ভগবৎপরিশিষ্টে একটি বচন উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

জীবন্মুক্তজনা যদ্বৎ বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্তমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণও যদি অচিন্ত্যমহাশক্তি ভগবানে অপরাধী হয়, তাঁহা হইলে কর্ম্মরাশির দ্বারা পুনর্ব্বার বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব, সেই বাসনা-ভাষ্যেই উল্লেখ আছে—

জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসারবাসনাম্।
যোগিনো বৈ ন লিপ্যন্তে কর্ম্মভির্ভগবৎপরাঃ॥

জীবন্মুক্ত মহাত্মাগণও কখন সংসার-বাসনা প্রাপ্ত হয়, ভগবৎপরায়ণ যোগীগণ কখন কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হয় না। সেই প্রকার বিষ্ণুভক্তি-চন্দ্রোদয় প্রভৃতি গ্রন্থে রথযাত্রা প্রসঙ্গে পুরাণান্তরের বচন উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

নানুব্রজতি যো মহাৎ ব্রজন্তং পরমেশ্বরম্।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥